ভাস্কর্য নিয়ে কোন অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়: হানিফ

ভাস্কর্য নিয়ে কোন অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ।
তিনি বলেন, আলেম-উলামা মাশায়েখের নাম দিয়ে কিছু লোক মাঠ উত্তপ্ত করছে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের বিরোধিতা করছে। তারাই কুষ্টিয়ার এই ভাস্কর্য ভাঙচুর করেছে।

রবিবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির বিশেষ সভায় তিনি একথা বলেন।

হানিফ বলেন, আমরা দেখেছি আমাদের দেশে সকল মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বসবাস করে। একদিকে মাগরিবের আজান হচ্ছে আবার অন্যদিকে শাখা বাজিয়ে প্রদ্বীপ জ্বালিয়ে হিন্দু ধর্মালম্বীরা তাদের রীতিনীতি অনুযায়ী পূজা অর্চনা করতেন।

ইসলামে উগ্রবাদের স্থান নেই উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের এই নেতা বলেন, তাদের কথার সঙ্গে ইসলামের কোনো মিল নেই। কিন্তু আলেমদের নাম করে যারা উগ্রবাদের কথা বলছে সেটা ইসলাম বলে না। ইসলাম শান্তির কথা বলে।

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া ও পতাকা উত্তোলন করতে এবং তাদের মনিটরিং করতে কুষ্টিয়ার মাদরাসা সুপারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কঠোরভাবে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন।

এদেশ আমাদের সকলের। তবে রাজনীতির কারণে সমাজে বিভেদ আছে।

আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভালো কিছু উপহার দিতে চাই। এজন্য সকল বিভেদ ভুলে সুন্দর ও সুখী সমাজ গড়তে সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে বলেও জানান তিনি।

জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেনের সভাপতিত্বে এসময় কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সদর উপজেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খান, প্যানেল মেয়র মতিয়ার রহমান মজুনসহ সকল সরকারি দপ্তরের প্রধান, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও সুধীজন।

সভায় কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) এসএম তানভীর আরাফাত বলেন, বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ। তিনটি শব্দই এক।

বঙ্গবন্ধুর হাত মানে দেশের ১৭ কোটি মানুষের হাত। কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্যে হামলা চালিয়ে যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে তারা বাংলাদেশকে ভালো চায় না।

ঘটনার পর আমরা পুলিশের পক্ষ থেকে আমাদের বেশ কিছু টিম আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করে কাজ করছি। আমরা শীঘ্রই ভালো কিছু জানাতে পারবো।

পৌরসভা ভাস্কর্য স্থাপন করছে তা প্রশাসন কিংবা জেলা প্রশাসনকে অবগতি করেননি পৌরসভা কতৃপক্ষ। অবশ্যই জেলা প্রশাসনকে জানানো প্রয়োজন ছিলো বলে জানান কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাব (কেপিসি)’র সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব।

যারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের ওপর হামলা করেছে, তারা এ দেশকে বিশ্বাস করে না: হানিফ

কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে কুষ্টিয়া জেলা সম্মিলিত নাগরিক সমাজের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

রবিবার বিকেলে খণ্ডখণ্ড বিক্ষোভ মিছিল শেষে পৌরসভার বিজয় উল্লাস চত্বরে বিশাল সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ তার বক্তব্যে বলেন, যারা

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের ওপর হামলা করেছে, তারা এ দেশকে বিশ্বাস করে না, এ দেশের সংবিধান বিশ্বাস করে না। এরা পাকিস্তানের পেত্মাতা। এটি বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের ওপর হামলা করেনি, তারা পুরো দেশের ওপর হামলা করেছে।

হানিফ বলেন, লালন রবীন্দ্রনাথের এই পুণ্যভূমিতে কখনো মৌলবাদীদের মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেওয়া হবে না। যারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভেঙে নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করার যে প্রয়াস চালিয়েছে তা আমরা সম্মিলিত ভাবে রুখে দিয়েছি। ভবিষ্যতে আর কোনদিন কোন মৌলবাদী অপশক্তি এ জেলায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।

যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, এমন কয়েকজনকে পুলিশ চিহ্নিত করেছে, ৪জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এসময় কুষ্টিয়া ৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, ইবির সাবেক প্রো-ভিসি ড. শাহিনুর রহমান, সাবেক ট্রেজারার ড. সেলিম তোহা, জেলা জাসদ সভাপতি গোলাম মহসিন, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জেবুন নেসা সবুজ, জেলা যুবলীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম স্বপন, জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদসহ জেলা আওয়ামী লীগের ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনসব সামাজিক ও পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, শুক্রবার দিবাগত রাতে কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে পৌরসভার উদ্যোগে প্রায় ৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণ নিয়ে দেশব্যাপী ইসলামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদের মধ্যেই কুষ্টিয়ায় এ ঘটনা ঘটে।

দর্শনার নেহালপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী সাইফুল আজম

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার নেহালপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আ.লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী সাইফুল আজম মিন্টু মোটরসাইকেল শোডাউন করেছে। আসন্ন নেহালপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চেয়ারম্যান পদে আ.লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী হিজলগাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি সাইফুল আজম মিন্টু।

গতকাল বিকাল তিনটায় হিজলগাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ থেকে বের হয়ে নেহালপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে প্রদক্ষিণ করে নিজ বাসার সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মোটরসাইকেল শোডাউন র্যালীতে উপস্থিত ছিলেন নেহালপুর ইউনিয়ন আ.লীগের আহবায়ক মুবারক হোসেন, মীর মফিজ, মীর রাজিব, নুহু নবী, ডা: কামাল হোসেন, পিনা, বক্কর, মিলটন, সিমুলসহ অনেকে।

গাংনীতে সম্পত্তি দখলমুক্ত করতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের ওলিনগর গ্রামের এক মুক্তিযোদ্ধার কন্যার ক্রয়কৃত জমি দখলমুক্ত করার দাবিতে গাংনীতে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার সকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড আব্দুল মাবুদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা যথাক্রমে আব্দুল হান্নান

দেলোয়ার হোসেন, আব্দুল জলিল, মুকুল হোসেন মাস্টার, ফিরোজ জাহাঙ্গীর, কমরেড মজনুল হক মজনুসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত শতশত নারী-পুরুষ।

জানা যায়, ওলিনগর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম হাফিজুর রহমানের স্ত্রী নুরুন্নাহার আক্তার তার নিজ কন্যা হাবিবা নওরিনের কাছে জমি বিক্রি করেন। হাবিবার নামীয় জমি দখল করেছেন তারই সৎ ভাইয়েরা ও আত্মীয়রা।

এমনকি হাবিবা ও তার মা নুরুরন্নাহার দখলকারীদের হুমকির কারণে নিজ বাড়িতে বসবাস করতে পারছেন না। ওই জমি দখল মুক্ত করতে স্থানীয়রা ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন মহলে গিয়েও আপোস-মীমাংসা হয়নি।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙ্গায় গাংনীতে ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিবাদ

কুষ্টিয়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভাঙ্গার প্রতিবাদে ও ভাঙচুরকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল রোববার সকালে মেহেরপুর জেলা ওয়ার্কার্স পার্টি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির গাংনীস্থ কার্যালয়ে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি জননেতা কমরেড আব্দুল মাবুদ।

এসময় বক্তব্য রাখেন জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মজনুল হক মজনু, জেলা নারী মুক্তিদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুন

নাহার আক্তার, ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা কমরেড আরোজ আলী, গোলাম রহমান মাস্টার, ফিরোজ জাহাঙ্গীর মাস্টার, জেলা যুবমৈত্রীর যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান প্রমুখ।

কুষ্টিয়ার ভাস্কর্য ভাঙ্গার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, দেশের সামাজিক-সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করতে ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ এবং বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীতে নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতেছে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র। তারা ধর্মের নামে ভাস্কর্য বিরোধীতে অবস্থান নিচ্ছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাস্কর্য ভাঙ্গার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যা এটা তাদের রাজনৈতিক বহিরপ্রকাশ। দেশকে অস্থিতিশীল রাখতে তারা উগ্র ও উস্কানিমূলক বক্তব্যে দিচ্ছে। যা শুভ লক্ষণ নয়।

গাংনীতে মউকের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর জেলার গাংনীতে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প নেয়ার প্রতিবাদে বেসরকারি সংস্থা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছে গাংনী লোকাল এনজিও ফোরাম।

গতকাল রোববার বিকেলে গাংনী রুরাল ভিশন সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে গাংনী লোকাল এনজিও ফোরাম।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন গাংনী লোকাল এনজিও ফোরামের আহবায়ক ও বামন্দী সমাজ কল্যাণ সংস্থার পরিচালক এবং গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা এনজিও সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ, রুরাল ভিশন সংস্থার পরিচালক আনোয়ারুল ইসলাম, শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক মহিবুল ইসলাম,

এমআরএফ সংস্থার পরিচালক আব্দুল হালিম, ভিটাপাড়া নারী উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক আসমা খাতুন, এআরসি সংস্থার পরিচালক এনামুল হক, দেশসেবা ফাউন্ডেশনের পরিচালক রাকিবুল হক রানা, স্কাই পল্লী উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক কামাল হোসেন, আদর্শ মহিলা কল্যাণ সমিতির পরিচালক মনোয়ারা খাতুন।
আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

লিখিত বক্তব্যে এ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল বলেন, বাংলাদেশ সরকার দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় মেহেরপুর জেলার ৩টি উপজেলায় ঝরে পড়া শিশুদের হাতে-কলমে শিক্ষাদানের জন্য সেকেন্ড চান্স এডুকেশন নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যেখানে একটি জেলায় কমপক্ষে ৩টি এনজিওকে সমন্বতিভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বলা হয়েছে।
তথাপি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক তথ্য গোপন করে ও আর্থিক লেনদেন করে।

ফলে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলার জামায়াত-বিএনপি মনা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক (এজেন্ট) এনজিওকে প্রকল্প দিয়েছে। ঝরে পড়া শিশুদের জন্য কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা, সংস্থার আইসিটি ল্যাব থাকার কথা থাকলেও মউকের তা আদৌ নাই। এমনকি মউক লোকবলের ভুয়া তথ্য দাখিল করেছে।

এছাড়াও সংস্থার ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার ব্যাংক সনদ, সংস্থার গঠনতন্ত্রে ঝরে পড়া শিশু শিক্ষার অনুমোদিত সনদ না থাকলেও মিথ্যা তথ্য দেয়া হয়েছে। সংস্থার এইচআর পলিসি, আর্থিক, পলিসি এবং চাইল্ড প্রটেকশন পলিসি কোনটিই নাই। তবুও কর্তৃপক্ষ ভুয়া তথ্য গ্রহণপূর্বক সংস্থাকে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে কোটি টাকার প্রকল্পে নিয়োগ দিয়েছে।

মউক ২০০৩ সালে ভোটার শিক্ষার নামে জামায়াত-বিএনপির নির্বাচনে সহযোগিতা করেছিল। ২০১০ সালে প্রতিবন্ধী, এতিম ও দুস্থদের কোরবানীর গোস্ত বিতরণের নামে মুসলিম এইড-এর কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছিল। ২০১২ সালে সরকারের সামাজিক বনায়নের গাছ কেটে পরিচালক জেল খেটেছিলেন।

এছাড়াও মউক এডাব নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে তা আত্মসাৎ করে। ২০০৭ সালে জামায়াতের রোকনদের দক্ষতা বৃদ্ধির নামে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছিল। ২০০৬ সালে মেহেরপুর

জেলার শিশু শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়ার নামে ব্যাংক ডাফট গ্রহণ করে ১০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে। যেখানে বিএনপি সরকারের ছত্রছায়ায় সম্ভব হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে কালীগঞ্জে বিক্ষোভ

কুষ্টিয়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য অবমাননার প্রতিবাদে এবং জড়িতদের দ্রুত শাস্তির দাবিতে ঝিনাইদহর কালীগঞ্জে উপজেলা ছাত্রলীগের আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের (ভূষণ রোডস্থ) দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে প্রতিবাদ মিছিলটি বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঘুরে করে মেইন বাস টার্মিনালে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আনিচুর রহমান মিঠু মালিতা, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন সুমন, সাংগঠনিক সম্পাদক জাবেদ হোসেন জুয়েল, রিয়াজ মোল্লা, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন, দপ্তর সম্পাদক অহিদুজ্জামান মিল্টন, সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মুস্তাক আহমেদ বাবু, কলেজ ছাত্রলীগের শেখ মারুফ, রকি, এলেক্স সজিব, পৌর ছাত্রলীগের দাউদ ইব্রাহিম সজিব, মিরাজুল ইসলাম, এরফান রেজা রুকু, সিজানসহ নেতৃবৃন্দ।

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুর: ৪ জন আটক

কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনায় চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। তারা কুষ্টিয়া শহরতলীর জুগিয়া পশ্চিমপাড়া ইবনে মাস্উদ (রাঃ) মাদরাসার দুই ছাত্র ও দুই শিক্ষক।

রোববার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্সে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে খুলনা বিভাগীয় পুলিশ রেঞ্জ ডিআইজি ড. খন্দকার মহিদ উদ্দিন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য অবমাননার ঘটনায় চারজন মাদরাসা ছাত্র ও শিক্ষক কে আটক করা হয়েছে। এরা হলেন কুষ্টিয়া শহরতলীর জুগিয়া পশ্চিমপাড়া ইব্নে মাস্উদ (রাঃ) মাদরাসার শিক্ষার্থী আবু বকর ওরফে মিঠন (১৯) ও সবুজ ইসলাম ওরফে নাহিদ (২০) এবং মাদ্রাসার শিক্ষক আল আমীন (২৭) ও ইউসুফ আলী(২৬)।

ডিআইজি বলেন, ঘটনার দিন রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন আবু বক্কর ও নাহিদ দুজনে গোপনে মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে পায়ে হেটে মজমপুর রেললাইন ধরে পাঁচ রাস্তা মোড়ে ভাস্কর্যের কাছে এসে সেখানকার নির্মাণকাজের বাঁশের মই দিয়ে উপরে উঠে নাহিদের ব্যাগে থাকা হাতুড়ি বের করে ভাস্কর্যটির বিভিন্ন জায়গায় স্বজোরে আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত করে পুনরায় পায়ে হেটে আবার মাদ্রাসায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

আটককৃত আবু বকর ওরফে মিঠন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার শিংপুর মৃধাপাড়া এলাকার সমশের মৃধার ছেলে ও সবুজ ইসলাম ওরফে নাহিদ দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর গোলাবাড়ীয়া এলাকার সামছুল আলমের ছেলে।

মাদ্রাসার শিক্ষক আল আমীন মিরপুর উপজেলার ধুবাইল এলাকার আব্দুর রহমানের ছেলে ও ইউসুফ আলী পাবনা জেলার আমিনপুর দিয়াড় বামন্দী এলাকার আজিজুল মন্ডলের ছেলে।
ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে আটককৃত চারজনের বিরুদ্ধে (১৯৭৪) সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের করেছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে জেলা সম্মিলিত নাগরিক সমাজের উদ্যোগে খণ্ডখণ্ড বিক্ষোভ মিছিল শেষে বিকেল পৌরসভার বিজয় উল্লাস চত্বরে বিশাল সমাবেশে মিলিত হয়।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, ইবির সাবেক প্রো-ভিসি ড. শাহিনুর রহমান, সাবেক ট্রেজারার ড. সেলিম তোহা, জেলা জাসদ সভাপতি গোলাম মহসিন, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা জেলা আওয়ামী লীগের ও অঙ্গসহযোগী সংগঠন সব সামাজিক ও পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

এ সময় বক্তারা বলেন, লালন রবীন্দ্রনাথের এই পুণ্যভূমিতে কখনো মৌলবাদীদের মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেওয়া হবে না। যারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভেঙে নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করার যে প্রয়াস চালিয়েছে তা আমরা সম্মিলিত ভাবে রুখে দিয়েছি। ভবিষ্যতে আর কোনদিন কোন মৌলবাদী অপশক্তি এ জেলায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের পর বিক্ষিপ্ত ঘটনায় জেলা বিএনপির অফিস ভাঙচুর ও পরবর্তী জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের ভাইয়ের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলার সময় সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে সাংবাদিকরা হামলার শিকার হন।

উল্লেখ্য, শুক্রবার দিবাগত রাতে কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে পৌরসভার উদ্যোগে প্রায় ৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণ নিয়ে দেশব্যাপী ইসলামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদের মধ্যেই কুষ্টিয়ায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রধান শিক্ষকের সহযোগীতায় কাগজপত্র গায়েব

শিক্ষকদের নিয়োগ সংক্রান্ত ও নিবন্ধন বিষয়ে তথ্য চাওয়াই পদত্যাগ করেছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি বিএসসি শিক্ষক নাজমা খাতুন। গত মাসের প্রথম দিকে তিনি পদত্যাগ পত্রটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের কাছে প্রেরণ করেন। তবে এ সংক্রান্ত কোনো কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার।

এদিকে ওই শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়নি। তিনি সকলের অগোচরে কাগজপত্রাদি সরিয়েছেন বলে দাবি করেছেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক। সরকারি ভাবে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য চাওয়ার মুহূর্তে শিক্ষকের পদত্যাগ করায় সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে সংশ্লিস্ট ও সুধী মহলে। গুঞ্জন চলছে নানা মহলে। প্রধান শিক্ষকের সহযোগীতায় সংরক্ষিত সকল কাগজপত্র গায়েব করেছেন বলে অভিযোগ অনেকের।

বিদ্যালয় প্রধানের দেয়া তথ্যে জানাগেছে, তৎকালীন সময়ের বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও মটমুড়া ইউপি’র সাবেক চেয়ারম্যান শিরাজুল ইসলামের কল্যাণে নিকট আত্নীয়তার সুবাদে ওই বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক শাহেদ মেহরাজের স্ত্রী নাজমা খাতুন ২০১০ সালের ২৭ অক্টোবর সহকারি বিএসসি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। যোগদান করেন ২০১০ সালের ৩০ অক্টোবর। এমপিও ভুক্তি হন ২০১০ সালের ১ নভেম্বর ।

বিদ্যালয়ের সহকারি বিএসসি শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে সব ধরনের সরকারি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছেন নাজমা খাতুন। যার এমপিও ইন্ডেক্স নং ১০৫৩৩৩৬।
আপন চাচা শ্বশুর বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি এবং স্বামী শাহেদ মেহরাজ ওই বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হওয়ায় শিক্ষক হিসেবে দাপটের সাথেই দায়িত্ব পালন করেন নাজমা খাতুন। ২০২০ সালের ২২ অক্টোবর বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) থেকে যুগ্ম সচিব ড.কাজি আসাদুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে ২০০৫ থেকে ২০১৫ সালের নিয়োগ প্রাপ্ত সকল মাধ্যমিক শিক্ষকদের কাছ থেকে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হয়। এরই

প্রেক্ষিতে ২০০৫ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষকদের তথ্য প্রদানের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়কে নির্দেশ দেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস।

মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের নির্দেশনা জানার সাথে সাথে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে গাংনী উপজেলার মটমুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি বিএসসি শিক্ষক নাজমা খাতুন পদত্যাগ পত্র জমা দেন প্রধান শিক্ষকের বরাবর। শুধু তাই নয় তার সমুদয় কাগজপত্র অফিস থেকে সরিয়ে ফেলেন বলে দাবি করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক । পদত্যাগের বিষয়টি জানাজানি হলে সন্দেহ ও গুঞ্জন শুরু হয় নানা মহলে।

এব্যাপারে শিক্ষক নাজমা খাতুনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, পারিবারিক কারণ ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন। এর বেশি কিছু নয়।

বিদ্যালয়ের সহকারি একজন শিক্ষক জানান, তিনি একজন ভাল শিক্ষক ছিলেন। তবে তার শারীরিক অসুস্থতার কথা কোনোদিন শোনেননি। স্বাচ্ছন্দের সাথেই তিনি শিক্ষকতা করতেন।
বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি দবির উদ্দিন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, আমি পরপর চারবার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। তবে আমার দায়িত্বের পূর্বে তোফাজ্জেল হোসেন সভাপতির দায়িত্ব থাকা কালীন ওই শিক্ষিকার নিয়োগ হয়েছিল।

সুতরাং নাজমা খাতুনের নিয়োগের বিষয়ে বা সরকারি বিধি মোতাবেক নিয়োগ হয়েছে কিনা আমি কিছুই জানিনা।অফিস থেকে উক্ত শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত ফাইল গায়েবের বিষয়ে তিনি বলেন, সকল কাগজপত্র সংরক্ষিত থাকে প্রধান শিক্ষকের হেফাজতে। আমার চেয়ে ভাল জানেন সাবেক সভাপতি।

পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন জানান, আমি দায়িত্বে থাকাকালীন ওই শিক্ষকের এমপিও ভুক্তি হয়। তার চাচা শ্বশুর শিরাজুল ইসলাম সভাপতি থাকাকালীন নিয়োগ দিয়েছিলেন তার পুত্রবধূ নাজমা খাতুনকে।

এব্যাপারে সাবেক সভাপতি শিরাজুল ইসলাম জানান, এবিষয়ে আমি কিছুই বলতে চাইনা, আমার চাচাতো ভাইয়ের ছেলের বউ নাজমা খাতুন। এনিয়ে লেখালেখি করার দরকার নাই। তাছাড়া কাগজ পত্র বিষয়ে জাচাই-বাছাই করার ক্ষমতা আমাদের নেই। সংশ্লিষ্ট দপ্তর যাচাই বাছাই করবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাকের আলী মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে প্রায় এক বছর হতে চলেছে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। শিক্ষকরা বাড়িতে বসেই বেতন পাচ্ছেন। এমুর্হূতে ক্লাস নেয়া বা স্কুলে উপস্থিত হওয়ার বিষয়েও কোনো তাগাদা নেই। বিদ্যালয় চলাকালীন তিনি সুস্থতার সাথেই বিদ্যালয়ে আসতেন। তবে শিক্ষকদের তথ্য চাওয়া মাত্রই তিনি পদত্যাগ করাই অনেকেেই সন্দেহ করছেন।

শিক্ষক নাজমা খাতুনের নিবন্ধন সার্টিফিকেট সম্পর্কে তথ্য জানতে চাওয়া হলে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের জন্য এক সপ্তাহ সময় অপেক্ষা করতে বলেন। এক সপ্তাহ পরে তথ্যের জন্য যোগাযোগ করা হলে অফিস থেকে তার কোনো কাগজপত্র পাওয়া যাচ্ছেনা বলে জানান প্রধান শিক্ষক।

আপনার বিদ্যালয়ের ফাইলপত্র আপনার অনুমোতি ছাড়া কাউকে প্রদান করা কিংবা কাগজপত্র হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন এবিষয়ে পরে কথা হবে। তবে উক্ত শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত অনেক জটিলতা থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসার মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, শিক্ষকের পদত্যাগের বিষয়টি আমি লোকমুখে শুনেছি। আজও আমার কাছে কোনো কাগজ আসেনি। এমুহূর্তে পদত্যাগ করাটা প্রশ্নবিদ্ধ মনে হচ্ছে। মানুষের মধ্যে সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

তবে আমরাও চাই যারা নিয়োগের সময় পরিচালনা কমিটির শুপারিশে এবং তথ্যগোপন রেখে বৈধকাগজপত্র না থাকলেও নিয়োগ পেয়ে সরকারি সুবিধা ভোগ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে যাচাই বাছাই করা জরুরী। ইতোমধ্যে আমরা বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের তথ্য হাতে পেয়েছি। তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

আলমডাঙ্গায় ইট ভাটায় বোমা হামলা

আলমডাঙ্গার কুমারী গ্রামের এন আর বি ব্রিকসে চাঁদার দাবিতে বোমা হামলা চালিয়েছে দুবৃত্তরা। গত শুক্রবার ৪টি বোমা হামলা করলে ৩টি বোমা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। অপরটি অবিস্ফোরিত অবস্থায় ইটভাটা থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নে এন আর বি ব্রিকসে গত শুক্রবার দিনগত রাত ১টার দিকে পর পর ৩টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দে কেঁপে উঠে ইট ভাটা। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন শ্রমিকরা। সকালে উঠে আরেকটি অবিস্ফোরিত বোমা পড়ে থাকতে দেখতে পান তারা। পরে পুলিশ অবিস্ফোরিত বোমাটিসহ বিস্ফোরিত বোমা ৩টির নমুনা সংগ্রহ করে।

এন আর বি ব্রিকস’র মালিক আবু মুসা হক জানান, বেশ কয়েক মাস ধরে অজ্ঞাত ব্যক্তি তার মোবাইলফোনে রিং দিয়ে চাঁদা দাবি করে আসছিল। এরই এক পর্যায়ে চাঁদাবাজরা উপর্যুপরি এ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটায়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর জানান, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারকৃত অবিস্ফোরিত একটি ককটেল ও বিস্ফোরিত ককটেলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। চাঁদার দাবিতে চাঁদাবাজচক্র এ ঘটনা ঘটিয়েছে। চাঁদাবাজদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।